যৌথ আবেদন

সবুজ মঞ্চ, পরিবেশ ও গণস্বাস্থ্য সংগঠন, পরিবেশবিদ, চিকিৎসক ও অন্যান্য নাগরিকদের পক্ষ থেকে প্রশাসন, আদালত ও সাধারণ মানুষের প্রতি

আরেকটি কালিপূজা ও দেওয়ালি এসে পড়েছে। কালিপূজা ও দেওয়ালি মানেই বিরামহীন শব্দদূষণ ও পাল্লা দিয়ে বায়ুদূষণ। বছরের এই সময়ে এমনিতেই বায়ুদূষণ বাড়ে ও দেওয়ালির দূষণ তাকে অসহনীয় জায়গায় পৌছে দেয়। কোভিড আক্রান্তদের জন্য এই বাড়তি দূষণ প্রায় মৃত্যু পরোয়ানার সামিল। মনে রাখতে হবে কোভিডের কারণে মৃত্যুর মত রোজের হিসাব না থাকলেও, গবেষণা বলছে যে প্রতি বছর এ রাজ্যে বায়ুদূষণের কারণে বেশ কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যেই করোনা ভাইরাসের কারণে সারা পৃথিবী ও দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যও এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে; গত প্রায় দেড় বছরে করোনার আক্রমনে আমাদের রাজ্যে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার মানুষ; মারা গেছেন ১৯ হাজারের ওপর। বস্তুত এমন পরিবার খুঁজে পাওয়া ভার যারা কোনো নিকট আত্মীয় বা বন্ধুকে কোভিডে হারাননি। একটানা লকডাউন আর অন্যান্য ব্যবস্থার কারণে পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হলেও গত দুর্গাপূজার সময়, বিধিনিষেধ শিথিলতার সুযোগ নিয়ে, যাবতীয় কোভিড বিধিকে অমান্য করে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের লাগামছাড়া আচরণ আবার পরিস্থিতিকে কঠিন করে তোলার আশংকা বাড়াচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে কালিপূজা ও দেওয়ালির সময়ে আবার কোভিড নিয়ম ভাঙ্গা ও আতসবাজি পুড়িয়ে বা ফুটিয়ে আনন্দের বহি:প্রকাশ সার্বিক পরিস্থিতিকে হাতের বাইরে নিয়ে যেতে পারে। এমন অবস্থায় আমরা আগামী কালিপূজা ও দেওয়ালির সময় সবরকমের আতসবাজি – শব্দযুক্ত ও শব্দহীন – না পোড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করছি। একই সঙ্গে সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি রাখছি যে এবারের কালিপূজা ও দেওয়ালিতে সব ধরনের বাজির ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে। বেআইনি মাইক বা ডিজে বাজিয়ে শব্দের তান্ডব বন্ধ করতে।

আমাদের অভিজ্ঞতা যে শব্দবাজি ফাটানোর ও মাইক বাজানোর ক্ষেত্রে আদালতের সুস্পষ্ট রায় ও সরকারী বিধিনিষেধ থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই প্রশাসন তা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা বিশেষ করে মনে করাতে চাই যে করোনা প্রেক্ষিতে গত বছর ৫ নভেম্বর একটি রায়ের দ্বারা কলকাতা হাইকোর্ট শুধু শব্দবাজি নয়, সব ধরনের বাজি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মাইক বাজানোর ক্ষেত্রে সাউন্ড লিমিটার লাগানো বাধ্যতামূলক করে। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট সেই রায়কে মান্যতা দেয়। আমরা মহামান্য হাইকোর্টের কাছে আবেদন রাখছি রাজ্যের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি বিচার করে এই রায়কে suo moto পুনর্বহাল করার জন্য।

বিচারক ভগবতী প্রসাদ ব্যানার্জী তার ঐতিহাসিক রায়ে বলেছিলেন যে, কোন ব্যক্তির অধিকার নেই অন্যদের জোর করে শব্দ শোনানোর; ঠিক একইভাবে আমরা বলতে চাই কারো অধিকার নেই আমাদের ফুসফুস জোর করে দূষণ জর্জরিত করার। শ্লোগান উঠুক - উৎসবে আনন্দ করুন কিন্তু সমস্ত রকম আতস বাজি, ডি জে এবং দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন।

তারিখ - ২৮ অক্টোবর ২০২১

ডাক্তার দুলাল বোস, ই এন টি বিশেষজ্ঞ (প্রাক্তন শেরিফ, কলকাতা)
বিশ্বজিত মুখার্জি, জাতীয় পুরষ্কার প্রাপ্ত পরিবেশবিদ
ডাক্তার এ জি ঘোষাল, ন্যশনাল এলার্জি এজমা ব্রঙ্কাইটিস ইন্সটিডিউট
নব দত্ত, সম্পাদক, সবুজ মঞ্চ ও নাগরিক মঞ্চ
অধ্যাপক অরুনাভ মজুমদার, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
সমর বাগচি, শিক্ষাবিদ ও পরিবেশবিদ
শুভেন্দু দাশগুপ্ত, সভাপতি, নাগরিক মঞ্চ

ডাক্তার হীরালাল কোনার, আহ্বায়ক, জয়েন্ট প্লাটফর্ম অব ডক্টর্স
ডাক্তার অয়ন ঘোষ, সম্পাদক, আই পি এইচ এ
ডাক্তার অর্নব সেনগুপ্ত, হেলথ সার্ভিস এসোসিয়েশন
ডাক্তার জ্যোতির্ময় সমাজদার, সম্পাদক, মানস
জয়ন্ত বসু, পরিবেশবিদ
শশাঙ্ক দেব, সম্পাদক, দিশা
তাপস ঘটক, পরিবেশ ও প্রযুক্তিবিদ
ডাক্তার মানস গুমটা, সম্পাদক, এ এইচ এস ডি, পশ্চিমবঙ্গ
জয়ন্ত নারায়ন চট্টোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট কলকাতা হাইকোর্ট
সুপ্রিয় রায়চৌধুরি, অ্যাডভোকেট কলকাতা হাইকোর্ট
শাশ্বতী সেন, ওয়ার্লড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার
জ্যোতির্ময় সরস্বতী, সবুজ মঞ্চ রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটি
তুষার চক্রবর্তী, বিজ্ঞানী
প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরি, সম্পাদক, মানুষী কথা
কালি শঙ্কর অধিকারী, কনসার্ন ফর ক্যালকাটা
অনুপম মুখার্জি, হিমালয়ান অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন
ডাক্তার পুণ্যব্রত গুণ, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ
ডাক্তার মৃন্ময় বেরা, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ
দেবাশিষ রায়, পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতি, কালিকাপুর
অনুপ দত্ত, পূর্ব কলকাতা পরিবেশ সমীক্ষণ
পার্থ চৌধুরি, নাট্যকর্মী
তুহিন শুভ্র মন্ডল, দিশারি সংকল্প
বিবর্তন ভট্টাচার্য, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা
মানবেন্দ্রনাথ মিত্র, সভাপতি, ন্যশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন
অমিতা চ্যাটার্জি, প্রাক্তন উপাচার্য, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
মনিদীপা সান্যাল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
মিহির চক্রবর্তি, পরিবেশবিদ
সুজাত ভদ্র, মানবাধিকার কর্মী
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, লেখিকা
ডঃ সুব্রত ঘোষ, পরিবেশবিদ
ডাক্তার অরণি সেন, চিকিৎসক
কুমার রাণা, লেখক
প্রদীপ দত্ত, বিজ্ঞান লেখক
ডাক্তার অনির্বান দলুই, প্রোটেক্ট দ্য ওয়ারিয়র্স
কৃশানু মুখার্জি, পরিবেশবিদ
চন্দন সুরভী দাস, পরিবেশবিদ
নির্মল কুমার মিনামি, পরিবেশবিদ
সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশবিদ
শত্রুঘ্ন কাহার, সমাজকর্মী
বিজয় রজক, সমাজকর্মী
শশাঙ্ক কর, পরিবেশবিদ
সন্দীপ সিংহ রায়, সমাজকর্মী
ডঃ শঙ্কর কুমার নাথ বিজ্ঞানী
ডঃ রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য লেখক
বুদ্ধদেব বাগচি, পরিবেশবিদ
ডাক্তার বাসুদেব মুখার্জি, পাভলভ ইন্সটিটিউট
পবন মুখার্জি, নাগরিক মঞ্চ
শঙ্কর ঘটক, বিজ্ঞানী
অমিত কান্তি সরকার, অঙ্কোলিঙ্ক
ডাক্তার অরূপ হালদার, পালমনোলজিস্ট
নমিতা চৌধুরি, কবি
অলোক বন্দোপাধ্যায়, কবি
সুপ্তশ্রী সোম, কবি
মনীন্দ্র চৌধুরি, প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজিস্টস, ইন্ডিয়া